মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সেফটি শাখা
শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

জরুরি

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.১৩৮

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮
০১ আগস্ট ২০২১

বিষয়: **তৈরী পোশাক কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে ।**

সূত্র:
১। ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত NTC এর ১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত।
২। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পত্র নং ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.৬৮১, তারিখ: ০২-০৮-২০১৮
৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পত্র নং ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.৮৩৭, তারিখ : ০৫-০৯-২০১৮
৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পত্র নং ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৯.১০৪.১৮.৮৫১,পত্র নং: তারিখ : ১০-০৯-২০১৮
৫। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পত্র নং ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.২৮৭, তারিখ : ২৮-০৮-২০১৯,
৬। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পত্র নং ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০২.১৭.২৫৫ , তারিখ : ২৭-০২-২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২১ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্কারকাজের সময়সীমা ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের পরিবর্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় । ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৫ তম National Tripartite Committee (NTC)-এর সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "সংস্কার কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ থাকবে"**(পরিশিষ্ট- ১)**। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর ০৫-০৯-২০১৮ তারিখের পত্রেও এ বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে **(পরিশিষ্ট-২)** ।

২। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে ১৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, "ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ (NI) এর অধীনে যে সকল কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, তাদের সংস্কার কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে না"**(পরিশিষ্ট-৩)**।

৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে ৯ আগষ্ট, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. NI, ACCORD, ALLIANCE-কর্তৃক এসেসমেন্টকৃত কারখানা ভবন ব্যতিত নতুন ভবনে কারখানা স্থানান্তর, সম্প্রসারণ এবং নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে Occupancy Certificate ব্যতীত এ দপ্তরের নক্সা অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান ও সংশোধন করা যাবে না ।

খ. ACCORD, ALLIANCE যে সকল কারখানা টার্মিনেট করেছে ঐ সকল কারখানা সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন না করা পর্যন্ত এ দপ্তরের লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে না ।

গ. উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রেরিত মাসিক CAP বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী NI কর্তৃক এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলোর মধ্যে ঢাকা জেলার ২৮৩টি, চট্টগ্রাম জেলার ৭১টি, গাজীপুর জেলার ৯৫টি, নারায়নগঞ্জের ১০৮টি,ময়মনসিংহ জেলার ২টি, রাজশাহীর ১টি, নরসিংদীর ৩টি, পাবনায় ৩টি, টাঙ্গাইলে ২টি এবং রংপুরে ১টি কারখানা বন্ধ আছে। ঐ সকল ভবনে অন্য কারখানা স্থাপন করা হলে এ দপ্তরের লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না এবং উপমহাপরিদর্শকগণ অনুমোদনহীন কারখানা স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা ৩২৬ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন **(পরিশিষ্ট-৪)**।

৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২৮-০৮-২০১৯ তারিখে ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.২৮৭ নং পত্রের মাধ্যমে বিজেএমইএ এর সভাপতি বরাবর লিখিত পত্রে জানানো হয় যে, "৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য সময়সীমা দেয়া হয়, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, উল্লিখিত সকল সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি কারখানা গুলোর ঝুঁকিনিরসন ও শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় নাই। পত্রে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ভবনসমূহের সংস্কার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে এবং অনাকাঙ্খিত কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তাতে একদিকে যেমন শ্রমজীবি মানুষের জীবন হানির সম্ভাবনা ঘটবে, তেমনি অন্যদিকে জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। এমতাবস্থায়, সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারখানাগুলোর লাইসেন্স নবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য "**(পরিশিষ্ট-৫)**।

৫। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১১-০১-২০২০ তারিখের ৩নং সিদ্ধান্তে উল্লেখ রয়েছে যে,"এসেসমেন্টকৃত সকল কারখানার সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে "**(পরিশিষ্ট-৬)** ।

৬। উপরোক্ত (১-৫) নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন জেলায় এ ধরনের লাইসেন্স নবায়ন করা হচ্ছে মর্মে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

৭। বর্ণিতাবস্থায়, জাতীয় উদ্যোগের অধীন, অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স কর্তৃক হস্তান্তরকৃত এবং টার্মিনেটেড কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারখানার লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করা হ'ল । সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন না করা সত্ত্বেও কোন কারখানার লাইসেন্স নবায়ন প্রদান করা হলে নির্দেশ অমান্যকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

বিষয়টি অতীব জরুরী ।

১-৮-২০২১
মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮
ফ্যাক্স: ০২-৮৩৯১৪২৫
ইমেইল: chiefdife@gmail.com

উপমহাপরিদর্শক (২৩টি কার্যালয়), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.১৩৮/১(৭৬)

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮
০১ আগস্ট ২০২১

কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে :(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১) সভাপতি,বিজেএমইএ, বিজেএমইএ ভবন,হাউজ#৭/৭A,ব্লক#H,উত্তরা ,ঢাকা।
২) সভাপতি ,বিকেএমইএ, প্লানার্স টাওয়ার,সোনারঁগাও রোড,বাংলামটর ,ঢাকা।
৩) অতিরিক্ত সচিব, শ্রম অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।
৪) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।
৫) জেলা প্রশাসক,
চট্টগ্রাম/জামালপুর/মানিকগঞ্জ/কুমিল্লা/রংপুর/সিলেট/ঝিনাইদহ/যশোর/চাঁদপুর/রাজবাড়ী/বগুড়া/সিরাজগঞ্জ/দিনাজপুর/মুন্সিগঞ্জ/নারায়ণগঞ্জ/খুলনা/সাতক্ষীরা/ঢাকা/লালমনিরহাট/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ভোলা/ঝালকাঠি/নাটোর/রাঙ্গামাটি/ক
৬) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।
৭) যুগ্ম মহাপরিদর্শক(সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৮) সেফটি শাখার সকল কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) ।
৯) মনিটরিং টিমের সকল সদস্য।
১০) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর । (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য বলা হল)।

১-৮-২০২১
মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Labour and Employment
Export Oriented Industry (EIO) Brach
www.mole.gov.bd

Subject: Minutes of the 15th Meeting of the National Tripartite Committee (NTC) for " National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh".

The 15th meeting of the National Tripartite Committee (NTC) for " National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh" was held on 31 July 2019 at 11:00 a.m. in the in the Conference Room of the Ministry of Labour and Employment (MoLE). K M Ali Azam, Secretary for the Ministry of Labour and Employment (MoLE) chaired the meeting. The list of participants is annexed (Annex-1).

2. The meeting started with welcome remarks by the Chair followed by self-introduction of the meeting participants in the meeting. Being requested by the Chair, Deputy Secretary (EOI) placed the agenda for discussions. The members of the NTC confirmed the minutes of the 14th meeting with some observations.

3. With regard to the implementation status of the last meeting's decisions, Dr. M A Ansary, Professor of BUET and Member of Taskforces said that the Detailed Engineering Assessment (DEA) Guideline developed with the technical support of the International Labour Organization (ILO), Bangladesh had been reviewed by BUET and sent back to the ILO more than a year back. Mr. Maurice Brooks of ILO informed the meeting that the DEA Guidelines were endorsed in the 13th NTC meeting with a request for BUET to incorporate any remaining observations into the endorsed DEA. Mr. Brooks added that the DEA Guidelines were shared with DIFE and accepted accordingly. Mr. George Faller-CTA, ILO commented that the formation more taskforces to expedite the remediation work of the RMG factories as agreed in the last meeting containing decision no. 10.5 and 10.6 should be seen as a short term measure, but would not be required in the longer term if the Remediation Coordination Cell (RCC) were to be structured in the way envisaged in the organogram endorsed at the 13th NTC meeting He reminded the commitments in the workshop held in Srimangal to take steps continues steps aimed at strengthening the capacity of Remediation Coordination Cell (RCC). He also proposed to maintain ILO's representation in the taskforces as observer. In responses, Professor Ansary of BUET informed the meeting that the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) were holding more meetings for taskforces to expedite the approval of DEAs and other issues as agreed standard as per the decisions taken in the last meeting. He also reminded that the Taskforce (Structural) and Taskforce (Fire and Electrical) had been formed with the inclusion of government representatives as per decisions taken in the 8th and 10th NTC meetings. To include the non-technical or other representatives in the respective taskforces would create unexpected results. The ILO responded that the ILO would not make technical inputs to the task force, but sat in observer capacity to observe capacity building efforts of the RCC technical team. Adding that the task force was being funded by donors under an Implementation Agreement (IA) with the DIFE; thereby, requiring the ILO to practice

due diligence and fulfilling requirement of the Terms & Conditions of the agreed IA by attending Task Force activities as observers, and ILO have recently recruited a technical national officer for this purpose.

4. Inspector General of DIFE mentioned that they were holding 4 (four) meetings of Structural Taskforce, and 2 (two) meetings for Electrical Taskforce and Taskforce Force for Fire every week since the number of the submission by the factories had been increased. DIFE has enlisted 52 Fire and Electrical firms to expedite the process. The existing enlisted firms were doing good jobs and if it deemed necessary to form more taskforces or include more firms, they would take necessary measures and inform the ministry accordingly. With regard to the action plan presented at the last meeting he said that the focus and structure of RCC had been changed drastically and as a result it could not be followed properly. Then the Chair instructed DIFE to expedite the assessment, corrective Action Plans (CAPs) development and the remediation more efficiently within the existing framework.

5. With regard to the closure of the buildings on the ground of safety reasons, IG of DIFE informed that DIFE had sent the list of the factories to the MoLE. Deputy Secretary (EOI) informed that the Demi-Official (DO) letters was sent to the concerned authorities for taking measures. But no actions were taken by the competent authorities till to date. The Chair suggested DIFE to send the list of the unsafe factories determined by the Review Panel to the MoLE and the MoLE would communicate to the relevant Authority/City Corporation/Municipality accordingly for further actions as per laws and rules.

6. Regarding different rates charged by the firms in case of same category of issues/problems, IG of DIFE informed that the rates were fixed from BDT 210,000 to 240,000 for factory areas up to 30,000 sft and Tk. 5.00 per additional sft in the 48th Structural Taskforce meeting held on 19 September 2018. There were little gap considering the issues/problems and the factories were not complaining any more, he added.

7. There questions was raised by ILO representative to review the NTPA, as per the 14th NTC meeting's decision and the 3+5+1 decision and explore the possibilities to reshape with definitive tasks of NTPA and devise relevant NTC or Steering Committee. The ILO would organize, in consultation with MOLE, a stakeholder workshop on the NTPA review. Prior to which, preliminary information regarding the status of the NTPAs implementation would be shared with all stakeholders. The NTPA workshop would tentatively be scheduled for early September 2019. Mr. Saifuddin from BGMEA requested that the ILO would share its internal review of the NTPA with NTC members through MOLE for observations before the workshop. In response, the Chair said that it needed to see the implementation status of the NTPA, and should be taking measures afterwards.

8. Deputy Secretary (EOI) asked the Project Director (PD)- CAP Implementation for the presentation on RCC activities. The PD informed that 3780 RMG factories were assessed under National Initiative (1549), the Accord (1505) and the Alliance (890) after Rana Plaza mishap. 697 active factories remained under the active follow up of RCC out of 1549 factories under National Initiative (NI). 598 factories were closed and 82 factories were shifted. 160 factories moved to the Accord and the Alliance, and 12 factories were located in EPZs. In the meantime, 1113 new factories were included in

the list of RCC for remediation and follow up. Of these factories, 223 were under Accord (handed over-100, and terminated- 123) and 890 were the Alliance (suspended-180, remediated-463, and other Alliance factories-247). The taskforces, engineers and case handlers were doing good jobs. To the date, 13421 out 36284 non-compliance/findings had been addressed. The overall progress of the remediation was 38 percent, he added.

9. IG of DIFE placed the Draft of the Escalation (Compliance) Protocol developed with the technical support of the ILO, BGMEA, BKMEA and other relevant stakeholders for the approval. The measures would be taken against the RMG factories were not implemented the Corrective Action Plans (CAPs) in accordance to the schedule, he added. Representative of BGMEA and BKMEA appreciated DIFE to frame such escalation protocol. They suggested replacing week(s) with working days mentioned in various parts of escalation protocol. The Chair proposed for the adoption of the protocol with the incorporation of the proposals given. All agreed to the proposal.

10. Under any other business, ILO representative said that there RMG Sustainability Council (RSC) was in place in accordance with the agreement between BGMEA and the Accord. The council would look into the assessment and remediation of the factories. In the meantime, the ILO with financial support of three development partners would continue supporting the work of the RCC in terms of strengthening its capacity. ILO highlighted that DIFE and RCC were carrying out their work on remediation fairly well safety but this work was not visible to the public and communicating results, achievements and challenges was necessary for showcasing the RCC's efforts. ILO added that more focus on operationalizing Remediation Tracking Module (RTM) ,a module, in Labour Inspection Management Application (LIMA) was necessary so that the remediation numbers could be easily tracked. The Chair suggested DIFE producing quarterly and yearly reports for better understanding and to fulfil disclosure requirements. The report would be uploaded at the website of DIFE, he mentioned. Members of the meeting supported the proposal.

11. Decisions: The representatives from ministries, departments, associations, workers' representatives took part in the discussions. After threadbare discussion the following decisions were taken:

11.1 The NTC adopted the minutes of the last meeting with some observations.

11.2 Task Forces for Structural issues for Fire and Electrical Issues formed as per the decisions of 8th and 10th NTC meeting will function as it is for speedy remediation of the RMG factories.

11.3 The DIFE will send the list of the unsafe factories based on Review Panel recommendations to the MoLE, and the MoLE will communicate to the relevant City Development Authorities/City Corporations/Municipalities accordingly for the closure of the building for saving lives and properties.

11.4 The Escalation (Compliance) Protocol has been adopted with the incorporation of the suggestions given by BGMEA and BKMEA (Annexure-2).

11.5 The DIFE will produce quarterly and yearly reports on the remediation of the RMG factories for better understanding and to fulfil disclosure requirements. The report will be uploaded at the website of DIFE accordingly.

11.6 RCC management will take initiatives to create greater visibility of RCC work through the RTM so that remediation progress made by factories is publically accessible.

11.7 The modified DEA manuals are adopted with the incorporation of BUET final additions.

11.8 ILO will share initial review of the NTPA with NTC members for comments through the MoLE.

12. Since there were no other issues for discussion. Therefore, the Chair conveyed thanks to the members of the Committee for their presence and active participation in the discussions and ended the meeting.

21.08.19

(K M Ali Azam)
Secretary
Ministry of Labour and Employment
and
The Chair of NTC

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Labour and Employment

Attendance Sheet

Subject: The 15th Meeting of the National Tripartite Plan (NTC).
Place: Conference Room, Ministry of Labour and Employment, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Date: 31 July 2019; Time: 11.00 AM.

No.	Name and Designation	Organization	Mobile	E-mail	Signature
1.	Dr. Mollah Jalal Uddin. Additional Secretary	MoLE	01711358766	jalal7484@gmail.com	[signature] 31.07.19
2.	Shib Nath Roy I. G.	DIFE	01715184549		[signature] 31.07.2019
3.	Dr. Md. Anwar Ullah, FCMA Additional DG	DOL	01711067990	adgdol1@gmail.com	[signature] 31.07.2019
4.	Shah Md. Abu Zafar Chairman	NCCWE	01917741445	smazafar@yahoo.com	[signature]
5.	M A Ansary	BUET	01711343288	ansaryma66@gmail.com	[signature]
6.	MOSTOFA MONWAR BHUIYAN	BKMEA	01711581077	mostofa@bhuiyanfabrics.com	[signature]
7.	Gias Uddin Ahmed. Chairman,	IBC	01912-004739	guahmed1971@gmail.com	[signature] 31-7-19

No.	Name and Designation	Organization	Mobile	E-mail	Signature
8.	Abdul Latif Helaly Chief Engineer,	RAJUK	01730013947	helalyrajuk@yahoo.com	[signature]
9.	Farooq Ahmed Secretary General	BGMEA [illegible]	0171143172	sg@mccibd.org	[signature]
10.	SHAMARUKH MOUTUSHI Executive engr. Design -3.	BPDB	01787680537	shamarukh2004@yahoo com	Sh. Moutushi
11.	Fatema-Tuj-Johora, B.sc Engr Asst. Secretary	BKMEA	01629136096	fatema.osh@bkmea.com	Johora
12.	Abdul mumin AIG (Safety)	DIFE	01715546177	bitu4615@gmail.com	[signature]
13.	Md. Kamrul Hasan DIG (Safety)	DIFE	01719230773	dig.safety.dife@gmail.com	[signature]
14.	Md Abdul Halim AD, Operation.	Fire Service & Civil Defense	01912470560	halim@fireservice.com	[signature]
15.	Dilip Kumar Ghosh. DD (OPS) ~~FSCD~~	FSCD	01712048165	dilipfscd@gmail.com	[signature]
16.	AKM Salehuddin, PD, RCC	RCC, DIFE	01798598636	pdrcc.dife@gmail.com	[signature]

No.	Name and Designation	Organization	Mobile	E-mail	Signature
17.	BELINDA CHANDA OPERATIONS + PROGRAMME SPECIALIST	ILO	—	—	
18.	Maurice Brooks Workplace Safety specialist	ILO	01789173298	brooks@ilo.org	
19.	GEORGE FALLER. CTA	ILO	01709 818 274	faller@ilo.org	
20.	A.N.M. Saifuddin	BGMEA	01971720132	saifuddinbgmea@gmail.com.	
21.	Dr. Md. Rezaul Haque Addl. Sec. MoLE	MoLE	01712 590038	addlseclab@mole.gov.bd	
22.	SHAMIM EHSAN Vice President	BKMEA.	01913535350	fse@fatullah.com	
23.					
24.					
25.					

সুস্থ শ্রমিক,নিরাপদ জীবন

নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সেফটি শাখা
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.dife.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.৮৩৭

তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৫
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিষয়: **সংস্কার কাজ সম্পন্নের সময়সীমা প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, National Initiative এর আওতায় এসেসমেন্টকৃত ১৫৪৯টি কারখানার মধ্যে আপনার কারখানাটি অন্তর্ভুক্ত। গত মে'২০১৭ মাস হতে ডিসেম্বর'২০১৭ মাস পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনার কারখানায় স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল ও ফায়ার প্রিলিমিনারি এসেসমেন্ট রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের মধ্যে সম্পন্নের জন্য সময়সীমা দেয়া হয় কিন্তু আপনার এলাকায় দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিদর্শকের প্রতিবেদন অনুযায়ি কারখানাটিতে সংস্কার বাস্তবায়নের কাজ সন্তোষজনক নয় বিধায় গত ২১ জুন,২০১৮ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণায়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের কাজ আগামী ৩১ ডিসেম্বর,২০১৮ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এরূপ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

এমতাবস্থায়, আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের মধ্যে আপনার কারখানার রিমিডিয়েশন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হল। উক্ত সময়ের মধ্যে Remediation সম্পন্ন না হলে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ি আপনার কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হতে পারে।

৫-৯-২০১৮

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ্যাক্স: ০২-৫৫০১৩৬২৮
ইমেইল: chiefdife@gmail.com

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.৮৩৭/১

তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৫
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২) উপমহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩) উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/গাজিপুর/চট্টগ্রাম/নরসিংদি/ ময়মনসিংহ

/টাঙ্গাইল/যশোর।

৫-৯-২০১৮

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক

"সুস্থ শ্রমিক,নিরাপদ জীবন,

নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সেফটি শাখা

১৮-০৭-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত চার জেলার উপ মহাপরিদর্শক গণের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া মহাপরিদর্শক
সভার তারিখ	১৮-০৭-২০১৮
সভার সময়	বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা।
স্থান	সম্মেলন কক্ষ ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক।

১৮-০৭-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত চার জেলার উপ মহাপরিদর্শক গণের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। উক্ত সভায় ৬০ জন নবনিযুক্ত প্রকৌশলীর চার জেলায় পদায়ন, কর্মপরিধি, কারখানা পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়, কারখানাসমূহের রিমেডিয়েশন কার্যক্রমের ধীর গতির কারণ, টাস্কফোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য করণীয় এবং ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের আওতায় সংস্কার চলমান কারখানাসমূহের লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১। প্রতিটি জেলায় অবস্থিত রেড ফ্যাক্টরীর বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট পেশ করা হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক রাজউক, চউক এর নিকট প্রেরিত চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে চার জেলার উপমহাপরিদর্শকগণ স্ব স্ব জেলার জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনা করবেন।

২। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের মধ্যে রিমেডিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা না হলে কারখানা বন্ধ করে দেয়া হবে এই মর্মে কারখানা মালিকদের স্ব স্ব জেলার উপমহাপরিদর্শকগণ পত্র প্রেরণ করবে।

৩।RCC প্রকল্পের নবনিযুক্ত প্রকৌশলী দ্বারা কারখানা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে যে সকল কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে বেশি সেই সকল কারখানাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিদর্শন করতে হবে।

৪। ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের অধীনে যে সকল কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, তাদের সংস্কার কার্য পুরোপুরি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে না।

৫। জমাকৃত DEA/Design দ্রুত অনুমোদনের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে কাজের অগ্রগতি বাড়ানোর জন্য অনুমোদন দেয়া যায় কিনা, এ ব্যাপারে টাস্কফোর্সে বুয়েটের স্যারদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.৬৮১

তারিখ: ১৮ শ্রাবণ ১৪২৫
০২ আগস্ট ২০১৮

জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৩) প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৪) উপ মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫) উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ।
৬) উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর।
৭) উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
৮) উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা।
৯) অফিস কপি ।

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক

সুস্থ শ্রমিক,নিরাপদ জীবন

নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.dife.gov.bd

...

সভাপতি	মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া মহাপরিদর্শক
সভার তারিখ	০৯/০৮/২০১৮
সভার সময়	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	(উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট ক)

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। উক্ত সভায় National Initiative-এর আওতায় এসেমেন্টকৃত ১৫৪৯ টি কারখানার মধ্যে সংস্কার কার্যক্রম ফলোয়াপের আওতায় আছে এরূপ ৭৪৫ টি কারখানার Remediation- এর অগ্রগতি, Green ক্যাটাগরির কারখানাগুলি বিষয়ে করণীয়, টাস্কফোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং কারখানাগুলির লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১। RCC-এ ন্যস্তকৃত কারখানাগুলির ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের পরিচালক RCC এর সকল কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করবেন।

২। BEPZ- এর আওতাভুক্ত ১২ টি কারখানার Remediation- এর অগ্রগতি জানানোর জন্য নির্বাহী চেয়ারম্যান BEPZ-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩। Green ক্যাটাগরির কারখানাগুলির Structural CAP-এর বেশির ভাগ সুপারিশ Load Plan/As built drawing হওয়ায় এসকল কারখানার মালিকেরা যাতে সেপ্টেম্বর'২০১৮ এর মধ্যে এ ডকুমেন্টগুলি জমা দেয় সেজন্য

ক) সংশ্লিষ্ট জেলার উপমহাপরিদর্শকগণ কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে সভা করবে।
খ) কারখানা মালিকদের এ মর্মে পত্র প্রদান করতে হবে।
গ) কারখানা মালিকদের নিকট থেকে Load Plan/As built drawing সংগ্রহ করার জন্য এবং ক্যাপ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কেস হ্যান্ডলারকে পত্র দিতে হবে।
ঘ) অনুরুপ পত্র আরসিসি প্রকল্পের প্রকৌশলীদেরকে দিতে হবে।

৪। যে সকল কারখানার অগ্রগতি ২০% এর বেশি কিন্তু অদ্যাবধি কারখানাগুলির Load Plan/DEA/Design জমা পড়ে নাই ঐসকল কারখানার তালিকা চার জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে ইমেইলে প্রেরণ করতে হবে। উপমহাপরিদর্শকগণ কারখানার মালিকদের সাথে আলোচনা করে এগুলো জমা প্রদানের ব্যবস্থা নিবেন।

৫। National Initiative, Accord, Alliance কর্তৃক এসেসমেন্টকৃত কারখানা ভবন ব্যতীত নতুন ভবনে কারখানা

স্থানান্তর, সম্প্রসারণ এবং নতুন কারখানার স্থাপনের ক্ষেত্রে Occupancy Certificate ব্যতীত অত্র দপ্তরের নক্সা অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান ও সংশোধন করা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য উপমহাপরিদর্শকগণকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬। Accord, Alliance যে সকল কারখানা Terminate করেছে ঐ সকল কারখানা সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন না করা পর্যন্ত অত্র দপ্তরের লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে না।

৭। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রেরিত মাসিক CAP বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী National Initiative কর্তৃক এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলির মধ্যে ঢাকা জেলায় ৩০২ টি , চট্টগ্রাম জেলায় ৫৫ টি, গাজীপুর ১১৫ টি, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১০২ টি, ময়মনসিংহ জেলায় ০১ টি, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ০১ টি, নরসিংদি ০১টি, পাবনা জেলায় ০৩ টি, টাংগাইল জেলায় ০২ টি, রংপুর জেলায় ০১ টি কারখানা বন্ধ আছে। ঐ সকল ভবনে অন্য কারখানা স্থাপন করা হলে অত্র দপ্তরের লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না এবং উপমহাপরিদর্শকগণ অনুমোদন বিহীন কারখানা স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৩২৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। জমাকৃত Load Plan/DEA/Design এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে যেসব ডকুমেন্টস বিশ্লেষণ করা সহজ সেগুলোকে পৃথক করে DIFE/ILO/ RCC ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের প্রকৌশলী দ্বারা যাচাই সম্পন্নের করে বিকল্প টাস্কফোর্সে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৯। কেস হ্যান্ডলারগণ তাদের আওতাধীন কারখানাগুলির ক্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন চার জেলায় আরসিসি কাজে উপমহাপরিদর্শকের মাধ্যমে পাক্ষিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। কেস হ্যান্ডলারগণ কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টটি হবে সংখ্যাগত অর্থাৎ প্রতি মাসে প্রেরিত CAP প্রগ্রেস রিপোর্টের অনুরূপ।

১০। RCC-এ ন্যস্তকৃত কারখানাগুলির ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ কারখানাগুলি পরিদর্শনকালে প্রয়োজনীয় Technical সহায়তা প্রদান করবেন এবং তারা পাক্ষিকভাবে কারখানাগুলির স্ট্রাকচারাল, ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল CAP গুলির কলাম সঠিকভাবে পূরণ করে ঐ কারখানার জন্য প্রদত্ত তিন ধরণের CAP-এর সকল Recommendation-এর জন্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।
১১। RCC-এ ন্যস্তকৃত কারখানাগুলির ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ ব্যক্তিগত ডায়রি সংরক্ষণ করবেন এং এই ডায়রিতে তাঁর এখতিয়ারাধীন কারখানারগুলোর নাম ও প্রতি কারখানার বিপরীতে CAPগুলি লিপিবদ্ধ করবেন। কোন কারখানা পরিদর্শন কালে মালিক কতগুলো CAP বাস্তবায়ন করলেন, তা প্রগ্রেস রিপোর্ট হিসেবে লিখে রাখবেন। পরবর্তী ফলোআপ পরিদর্শনগুলোতে পূর্বের পরিদর্শনের চেয়ে CAP বাস্তবায়নে অগ্রগতি কী তা লিপিবদ্ধ করবেন। এবং মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কী কী পরামর্শ প্রদান করেন, তাও লিপিবদ্ধ করবেন। সকল প্রকৌশলী মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রকৌশলগত কোন পরামর্শ চাইলে তা প্রদান করবেন।

১২। প্রকল্প পরিচালক প্রতি সপ্তাহে চার জেলা হতে কমপক্ষে একটি করে কারখানা পরিদর্শন করবেন এবং প্রকল্পের প্রকৌশলী, কেস হ্যান্ডলার, তত্ত্বাবধায়নকারী সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের সাথে রিমিডিয়েশনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং মহাপরিদর্শক বরাবর মাসিক প্রতিবেদন করবেন।

১৩। RCC প্রকল্পের ০৩ জন প্রকৌশলী জনাব মেহেদী হাসান, জনাব রেফাইয়া তাহসিন ও জনাব রবিউল ইসলাম উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রেরিত মাসিক CAP বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী কারখানাগুলির প্রগ্রেস বিশ্লেষণ করবেন এবং Escalation Protocol-এর জন্য কারখানা সুপারিশ করবেন।

১৪। Taskforce-এর সাথে সংশ্লিষ্ট DIFE-এর কর্মকর্তাগণ (জনাব ফরহাদ ওহাব (স্ট্রাকচারাল), জনাব আব্দুল মোমিন (ইলেকট্রিক্যাল), জনাব আহমেদ বেলাল (ফায়ার)) কারখানা থেকে Load Plan/DEA/Design প্রাপ্তি, Taskforce সভায় উপস্থাপন, Taskforce-এর মতামতের ভিত্তিতে রিভিউ এর জন্য উপস্থাপন , উক্ত বিষয়ক তালিকা প্রস্তুতকরণ ও সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিককে পত্র প্রদান ও Taskforce সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন।

১৫। Taskforce কর্তৃক একটি কারখানার NTPA গাইডলাইন অনুযায়ী CAP অনুমোদনের পর সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে কোন কারখানার মালিক CAP বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে Escalation Protocol-এর প্রযোজ্য রাউন্ড কার্যকর হবে।

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৯.১০৪.১৮.৮৫১

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৫
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে)

১) প্রকল্প পরিচালক, RCC-এ ন্যস্তকৃত কারখানাগুলির ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

২) যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৩) উপমহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৪) উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর/চট্টগ্রাম/ময়মনসিংহ/টাঙ্গাইল/ নরসিংদী।

৫) ....., RCC প্রকল্পের প্রকৌশলী, কাওরানা বাজার, ঢাকা।

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সেফটি শাখা
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.dife.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.২৮৭

তারিখ: ১৩ ভাদ্র ১৪২৬
২৮ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: **লাইসেন্স নবায়ন প্রসংগে।**

সূত্র: বিজিএ/সিএন্ডএম/২০১৯/৭৪২০

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর Ready Made Garment (RMG) সেক্টরে কারখানা ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য National Initiative-এর আওতায় ১৫৪৯ টি কারখানার Preliminary Assessment সম্পন্ন করে। এ অধিদপ্তর কারখানা কর্তৃপক্ষকে এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলোর Structural, Fire এবং Electrical সংস্কার কাজগুলো সম্পাদনের জন্য তাগিদ প্রদান করে এবং মে'২০১৭ মাস থেকে ডিসেম্বর'২০১৭ মাস পর্যন্ত কারখানাগুলোর মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে ৩২ টি মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। সভাগুলোতে সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য ৩০ এপ্রিল'২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে কারখানাগুলোর সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায় গত ২১ জুন'২০১৮ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংস্কার কাজ বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর'২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য সময়সীমা দেয়া হয় কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, উল্লিখিত সকল সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি কারখানাগুলোর ঝুঁকি নিরসন ও শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় নাই। গত ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৫ তম NTC (National Tripartite Committee) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যে সকল কারখানা সংস্কার কার্যক্রম করতে অনীহা প্রদর্শন করছে ঐ সকল কারখানার বিরুদ্ধে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Escalation Protocol অনুমোদন করা হয় । উল্লেখ্য যে, সংস্কার কার্যক্রম কেন কি কারণে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না বা হচ্ছে না সে সম্পর্কে এজাতীয় ভবন মালিকদের সাথে সচেতনামূলক সভা (Awareness Meeting) করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সুতরাং আপনি একমত হবেন যে, ভবনসমূহে সংস্কার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে অনাকাঙ্খিত কোন দূর্ঘটনা ঘটলে তাতে একদিকে যেমন শ্রমজীবি মানুষের জীবন হানির সম্ভাবনা ঘটবে তেমনি অন্যদিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। এমতাবস্থায়, সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারখানাগুলোর লাইসেন্স নবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

২৮-৮-২০১৯
শিবনাথ রায়

মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ্যাক্স: ০২-৫৫০১৩৬২৮
ইমেইল: chiefdife@gmail.com

সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ ভবন, হাউজ-৭/৭এ,
সেক্টর-১৭, ব্লক- এইচ-১, উত্তরা, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৩.০০২.১৭.২৮৭/১(৮)

তারিখ: ১৩ ভাদ্র ১৪২৬
২৮ আগস্ট ২০১৯

বিতরণঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত সচিব (আইও), রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপসচিব), প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪) প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫) উপ-সচিব, রপ্তানীমূখী শিল্প অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৭) উপ মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৮) উপ মহাপরিদর্শক, উপ -মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/ চট্টগ্রাম/নরসিংদি/কুমিল্লা/ ময়মনসিংহ/ টাঙ্গাইল/ যশোর।

২৮-৮-২০১৯
শিবনাথ রায়
মহাপরিদর্শক

মুজিব বর্ষের
অঙ্গীকার,

শোভন কর্মপরিবেশ
হোক
সবার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০২.১৭.২৫৫

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয়: **কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সমন্বয় সভা গত ১১-০১-২০২০ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০-০৩-২০২০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কাযবিবরণী (০৫ পাতা)

৪-৩-২০২০
শিবনাথ রায়
মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৮৩৯১৭৩১
ফ্যাক্স: ০২-৮৩৯১৪২৫
ইমেইল: chiefdife@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০২.১৭.২৫৫/১(৪০)

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

১) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরির্দশকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২) প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৩) যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪) উপমহাপরিদর্শক (৪টি শাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫) উপমহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৬) আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭) সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৮) শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)

৪-৩-২০২০

শিবনাথ রায়

মহাপরিদর্শক

নিরাপদ
কর্মপরিবেশ, টেকসই
উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ

সভাপতি : শিবনাথ রায়
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ : ১১/০১/২০২০
সভার সময় : বিকাল ০৩.০০ টা।
স্থান : সভাকক্ষ, প্রধান কার্যালয়।
উপস্থিতি : ২৩ টি জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ (পরিশিষ্ট-ক)

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয় । অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	১৪/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	১৪/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২.	মুজিব বর্ষ উদযাপন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অত্র দপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনাবলিসহ দিন গণনার ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে।	মুজিব বর্ষ পালনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৩.	RMG কারখানার সংস্কার	উপমহাপরিদর্শক যশোর বলেন যে, মাগুরা জেলার ঝুঁকিপূর্ণ দুইটি কারখানা একই ভবনে অবস্থিত। কারখানাগুলোতে নিয়মিত পরিদর্শক প্রেরণ করা হলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে শ্রম আইনের ধারা-৬১ মোতাবেক মামলা করা যেতে পারে এবং ইতোমধ্যে মামলার রুজুর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বলেন, সকল উপমহাপরিদর্শক তাদের স্ব- স্ব অধিক্ষেত্রের ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় আলোচনা-পূর্বক সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মাগুরা জেলার ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা দুটির বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা দায়ের করতে হবে। ২। অ্যাসেসমেন্টকৃত সকল কারখানার সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে। ৩। টাস্কফোর্স প্রদত্ত সময়সীমা অনুযায়ী কারখানাগুলো যাতে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজন্য পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে।	১। প্রকল্প পরিচালক, ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৪। উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, যশোর, টাঙ্গাঈল, নরসিংদী ও ময়মনসিংহ)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.	রেড কারখানা	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন ১৬৩ টি রেড ফেক্টরীর মধ্যে ৩৯ টি সম্পূর্ণ বন্ধকৃত কারখানা এবং আংশিক বন্ধকৃত কারখানা ও অনান্য কারখানাগুলোর ফলোআপ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা রেড চিহ্নিত কারখানা/বিল্ডিং-গুলোতে ফলোআপ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। রেড ফ্যাক্টরিগুলোর কার্যক্রম বন্ধে বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২। আইএলও হতে প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ হতে কারখানাগুলোর পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিধি মোতাবেক কারখানা বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১।যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। প্রকল্প পরিচালক RCC. ৩। উপমহাপরিশর্ক (সেফটি) ৪।উপমহাপরিদর্শক, (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম)
৫.	Labour Inspection Management Application সংক্রান্ত কার্যক্রম	উপমহাপরিদর্শক (সাধারন) সভাকে জানান, LIMA-এর মাধ্যমে পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও সকল পরিদর্শনের ক্যাপ জেনারেশন করা হচ্ছে না বিধায় LIMA-এর সামগ্রিক অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ছে। তিনি আরও বলেন অক্টোম্বর ২০১৯ মাসে- ১৬৯৩টি, নভেম্বর ২০১৯ মাসে- ১৫৪৮ টি এবং ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ২৩৩৪টি পরিদর্শন LIMA-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। শ্রম পরিদর্শক মো: জাহাঙ্গীর আলম বাবু সভাকে জানান, LIMA সংক্রান্ত সৃষ্ট সমস্যাগুলো LIMA সার্পোট টিম কর্তৃক সমাধান করা হয়। মহাপরিদর্শক বলেন, LIMA-এর মাধ্যমে পরিদর্শন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আরও বলেন উপমহাপরিদর্শকগণের অগ্রিম ভ্রমনসূচি LIMA- এর মাধ্যমে অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অগ্রিম ভ্রমণসূচিটি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	১। LIMA Support Team, LIMA সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। ২। LIMA-এর মাধ্যমে পরিদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ৩। LIMA অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), ২। LIMA Support Team এবং ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৬.	শিশুশ্রম নিরসন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগগ্রতি তুলে ধরেন। তিনি জানান ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩০৩টি মামলা করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৯৪ টি ও অদ্যাবধি বিভিন্ন সেক্টর থেকে মোট নিরসনকৃত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৬৪৬ জন। মহাপরিদর্শক বলেন, শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম যেহেতু অত্র দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু আমাদের উপর আইনানুগভাবে ন্যাস্ত দায়িত্ব-সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আর বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে শিশুশ্রমমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা কার্যালয়ের অধীনে অন্তত ০১টি করে উপজেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং এ বিষয়ে কাজ করে এমন NGO-গুলোর সাথে সমন্বয় রেখে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। দ্রুত সকল জেলা কার্যালয় হতে শিশুশ্রম মুক্ত করা হবে এমন একটি করে উপজেলার নামের প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। আগামী সভার পূর্বে শিশু শ্রম মুক্ত উপজেলা ঘোষণা করার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ের তরফ থেকে একটি করে উপজেলার নাম প্রস্তাব করতে হবে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), সকল জেলা কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত ডিও লেটার প্রদান করবেন। ২। শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক অন্যান্য সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৭.	অনলাইন লাইসেন্সিং	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে মোট ১২১ টি লাইসেন্স অনলাইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে।	১। অনলাইন লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্য মালিক	১।উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ),

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		উপমহাপরিদর্শক ময়মনসিংহ বলেন যে, তাঁর কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান ও দোকানের লাইসেন্স বিদ্যমান অনলাইন পদ্ধতিতে প্রদান করা হচ্ছে। মহাপরিদর্শক বলেন অনলাইন লাইসেন্সিং এর কার্যক্রম চলমান থাকলেও এর শতকরা হার আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । প্রয়োজনে মালিক পক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	পক্ষকে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ২। সকল জেলা কার্যালয়ে অনলাইনে প্রদত্ত লাইসেন্স এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	২। LIMA Support Team ও ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৮.	ইনোভেশন	শ্রম পরিদর্শক মো: জাহাঙ্গীল আলম বাবু সভাকে জানান, অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক রিটার্ন জমাদান বিষয়ক ইনোভেশন আইডিয়াটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, জেলা কার্যালয় হতে নিয়মিতভাবে গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছে না এবং ইনোভেশন আইডিয়া প্রেরণে সকল জেলা কার্যালয়কে আরও উদ্যোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান । উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন, "জাতীয় পেশাগত, স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস"-এ অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত "জাতীয় পেশাগত, স্বাস্থ্য ও সেফটি পুরস্কার"-টি সকল মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর/বিভাগের মধ্য হতে অন্যতম শীর্ষ উত্তম চর্চা হিসেবে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। মহাপরিদর্শক এই অর্জনে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন দপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিত ইনোভেশন আইডিয়া প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক রিটান জমাদান সংক্রান্ত ইনোভেশন আইডিয়াটি দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রতি মাসে ০১টি ইনোভেশন আইডিয়া প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩। প্রধান কার্যালয়ের সকল শাখা হতে প্রতি মাসে ০১টি করে ইনোভেশন আইডিয়া প্রদান করতে হবে।	১। প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন আইডিয়া টিম ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৯.	ই-ফাইলিং	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সকল কার্যালয়ের ই-নথি বিষয়ক তথ্যাদি তুলে ধরেন । ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ই-নথির শীর্ষ পাঁচটি কার্যালয় হলো- ১. নরসিংদী ২. গাজীপুর, ৩. সিরাজগঞ্জ, ৪.ঢাকা, ৫. ময়মনসিংহ মহাপরিদর্শক নরসিংদী কার্যালয়কে ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে ই-নথিতে প্রথম স্থান অর্জন করায় ধন্যবাদ জানান এবং সকল কার্যালয়ে ই-নথি কার্যক্রম জোরদার করার পরামর্শ প্রদান করেন।	১। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পন্নের হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্ব স্ব কার্যালয়ের তথ্য আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১০.	অফিস ভাড়া	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, ইতোমধ্যে যে সকল জেলা কার্যালয়ের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি, চুক্তি নবায়ন ও অফিস পরিবর্তন বিষয়ক অনিষ্পন্ন বিষয় রয়েছে; সে সকল কার্যালয় হতে চুক্তি নবায়নের পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। দ্রুত প্রস্তাবগুলো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	অফিস ভাড়া সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন প্রতিটি বিষয় দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১১.	দুর্ঘটনার প্রতিবেদন	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সারা দেশের দুর্ঘটনার নিম্নোক্ত চিত্র তুলে ধরেন: ১. দুর্ঘটনার সংখ্যা- ৪৩টি ২. নিহত শ্রমিকের সংখ্যা- ৮৫ জন ৩. আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ- ৬৬ লক্ষ টাকা	১. কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক মারা গেলে আইন ও বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		উপমহাপরিদর্শক টাঙ্গাইল বলেন যে, যেসব জেলায় আঞ্চলিক ক্রাইসিস কমিটি নেই সেই সকল জেলায় আঞ্চলিক ক্রাইসিস কমিটি গঠন করা যেতে পারে । মহাপরিদর্শক বলেন কোন দুর্ঘটনা ঘটলে অতি দ্রুত এর প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে এবং বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এবং দুর্ঘটনা কবলিত কোন শ্রমিক যেন প্রাপ্য ক্ষতিপূরন হতে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ বিষয়ে সকল জেলায় জেলা ক্রাইসিস কমিটি গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	২. তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিকের দোষত্রুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। ৩. সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করতে হবে। ৪. নিহত ও আহত সকল দূর্ঘটনার তদন্ত রির্পোটের সাথে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক মতামত উল্লেখ করবেন। ৫. সকল দুর্ঘটনা মহাপরিদর্শক এবং প্রয়োজনে সচিব মহোদয়কে জানাতে হবে। ৬. যে সকল জেলায় ক্রাইসিস কমিটি নেই সেই সব জেলায় ক্রাইসিস কমিটি গঠন করতে হবে।	
১২.	নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার	উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" বিষয়ক দপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং শীঘ্রই সকল জেলার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে একটি সভা আয়োজন করা হবে।	১. নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান থাকবে। ২. ত্রৈমাসিক রিপোর্ট তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩. সকল প্রতিবেদনের প্রমানক সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৩.	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের APA-এর অগ্রগতি তুলে ধরেন। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বলেন, চুক্তি অনুযায়ী APA লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সকল জেলাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে নিয়মিত APA বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিদর্শক সেফটি কমিটি গঠন, কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরন, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনসহ অন্যান্য সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং স্বাক্ষরিত চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সকল উপমহাপরিদর্শকগণকে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। ২০১৯-২০ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। APA সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ৩। সমন্বয় সভায় সকল জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক স্ব স্ব কার্যালয়ের অগ্রগতি তুলে ধরবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৪.	হেল্পলাইন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানান, ২৪ ঘণ্টা পাঁচ সংখ্যার (১৬৩৫৭) হেল্প-লাইন নম্বরে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে হটলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ-৫৩টি ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-৪১টি। উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) জানান হেল্পলাইন নম্বর প্রচারের উদ্দেশ্যে ৫০,০০০ হাজার নতুন স্টিকার প্রস্তুত করা হয়েছে যা সকল কার্যালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, জানুয়ারি ২০২০ হতে হেল্প লাইন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় রাজস্ব খাত হতে বহন করা হচ্ছে।	১. নতুন ৫ সংখ্যার হেল্প লাইন নম্বরের প্রচারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরীকৃত স্টিকারগুলো দ্রুত বন্টন করতে হবে। ২. হেল্প লাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ও ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৫.	পরিবহন ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার	মহাপরিদর্শক বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে বরাদ্দকৃত জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মোটরসাইকেল প্রাপ্ত শ্রম পরিদর্শকগণের বিধি মোতাবেক জ্বালানি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	১। জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৬	মামলা মনিটরিং	আইন কর্মকর্তা জানান, চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৭টি, মামলার মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিধিমোতাবেক অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পন্নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। বিভাগীয় মামলাসহ সকল মামলা বিধিমোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করতে হবে।	১। আইন কর্মকর্তা
১৭.	শ্রম অসন্তোষ	মহাপরিদর্শক বলেন যে, সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় তাদের স্ব- স্ব অধিক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো ধরনের শ্রম অসন্তোষকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করবে। শ্রম অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যেন কোন ধরনের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ গরুত্ব আরোপ করতে হবে।	১. সকল পরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে। ২. প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।	১।যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৮.	বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণ	উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন যে, উদ্বোধনকৃত বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সার্বক্ষনিক দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।	১। আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১৯.	হাজিরা ডিভাইস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, এই মুহূর্তে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় আগামী অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে অদ্যাবধি হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করা হয় নি, সে সকল কার্যালয়ে হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করা যেতে পারে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, কারওয়ান বাজার অফিসের হাজিরা ডিভাইসটি দ্রুত বর্তমান ভবনে স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করা হয় নি সে সকল কার্যালয়ে হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করতে হবে। ২। কারওয়ান বাজার অফিসের হাজিরা ডিভাইসটি দ্রুত বর্তমান ভবনে পুনঃস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২০.	সিসি ক্যামেরা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, আগামী অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে অদ্যাবধি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয় নি, সে সকল কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা যেতে পারে।	১। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় আগামী অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে অধ্যাবধি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয় নি, সে সকল কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২১	বিবিধ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), ময়মনসিংহ কার্যালয়ের কর্মচারীদের বেতন হারানোর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন।	১। উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গ্রহণ করবেন এবং প্রধান কার্যালয়কে অবগত করবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিবনাথ রায় ২৪/০২/২০২০
মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৬
chiefdife@gmail.com